



33743 - কেরবানকারীর পরিবারে সদস্যরা যলিহজ্জ মাসরে দশদনি চুল ও নখ কাটতে পারনে

প্রশ্ন

যনি কেরবানকিরবনে তনি যদি পুরুষ হন সক্ষেত্রে তার স্ত্রী-পুত্রদের জন্যে যলিহজ্জ মাস শুরু হওয়ার পর চুল কাটা ও নখ কাটা কী জায়গে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; সটো জায়গে। ইতিপূর্বে 36567 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেরবানকারীর জন্য চুল, নখ ও শরীরের চামড়ার কোন অংশ কাটা হারাম। এ হুকুমটি কেরবানকারী; অর্থাৎ যনি কেরবানরি পশুর মালিক তার জন্য খাস।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে কেরবানকারীর পরিবার: তাদের উপর কোন কিছু নাই। আলমেগণরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, তারা চুল কাটা ও নখ কাটার নষিধোজ্ঞার আওতায় নাই। হুকুমটি কেরবানকারীর জন্য খাস যনি তার সম্পদ থেকে কেরবানরি পশুটি ক্রয় করছেন।” [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৩১৬)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১১/৩৯৭) এসছে:

“যে ব্যক্তি কেরবানকিরতে ইচ্ছুক তার জন্য বধিান হচ্ছে- তনি যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখার পর থেকে নজিরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কাটবনে না; যতক্ষণ না তনি কেরবান সম্পন্ন করেন। দললি হচ্ছে একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখে এবং তোমাদের কউে কেরবানকিরার সংকল্প রাখতে তখন সে যেনে তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ (২৭৯১) ও সহহি মুসলিম (১৯৭৭) এর ভাষ্য হচ্ছে- “কউে যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখতে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যেনে তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কেরবান সম্পন্ন করে”। এক্ষেত্রে সে নজি হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দকি উভয়টা সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কেরবানকির করা হচ্ছে তাদের জন্য এসব বধিান নাই। যহেতে এই মর্মে কোন দললি নাই।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আল-শারহুল মুমত’ গ্রন্থে (৭/৫৩০) বলেন:



“যাদরে পক্ষ থেকে কেরবানি করা হচ্ছে তারা এগুলো কাটলে কোন গুনাহ নাই। দলিল হচ্ছে নম্বিনরূপ:

১। হাদিসের বাহ্যিকি মরুম এটাই। সটো হচ্ছে- হারাম হওয়াটা যনি কেরবানি করবনে তার জন্য খাস। এর আলোকে হারাম হওয়া পরিবারেরে কর্তার জন্য খাস হবে। আর পরিবারেরে সদস্যদেরে জন্য হারাম হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুমটাকে কেরবানিকারীর সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এর (বিপরীত) মরুমার্থ হচ্ছে- যাদরে পক্ষ থেকে কেরবানি করা হচ্ছে তাদরে জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত নয়।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারেরে সদস্যদেরে পক্ষ থেকে কেরবানি করতনে। কিন্তু এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি তাদরেকে বলছেন যে, ‘তোমরা তোমাদেরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কটো না’। যদি এগুলো করা তাদরে জন্য হারাম হত তাহলে অবশ্যই তিনি তাদরেকে নষিধে করতনে। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।”[সমাপ্ত]